বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থবছরঃ ২০২৩-২০২৪

প্রকাশকাল

জুন, ২০২৩

উপজেলা পরিষদ, জামালপুর সদর

জামালপুর

উপদেষ্টা

জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোজাফফর হোসেন
মাননীয় সংসদ সদস্য-১৪২, জামালপুর-৫ (জামালপুর সদর) ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, জামালপুর সদর

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, জামালপুর সদর উপজেলা, জামালপুর।
জনাব আখরুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান, জামালপুর সদর উপজেলা, জামালপুর।
জনাব ফারজানা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জামালপুর সদর উপজেলা, জামালপুর।

সম্পাদনায়

জনাব লিটুস লরেন্স চিরান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জামালপুর সদর উপজেলা, জামালপুর।

কারিগরি সহোযোগীতায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, জামালপুর সদর, জামালপুর।
অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, জামালপুর সদর, জামালপুর।
মোঃ আশরাফুল আলম, উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর (ইউডিএফ), উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ, জামালপুর সদর, জামালপুর।

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, জামালপুর সদর উপজেলা, জামালপুর

প্রকাশকাল

জুন, ২০২৩

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	৪
	বাণী	৬
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
১.১	উপজেলার পটভুমি	১০
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস	১১
১.৩	উপজেলার মানচিত্র	১২
১.৪	উপজেলার ভৌগোলিক পরিচিতি	১৩
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	১৩
১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন	১৩
১.৭	উপজেলার নদ-নদী	১৪
১.৮	উপজেলার যোগাযোগ	১৪
১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য	১৫
১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৬
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	১৭
২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
২.২.১	ইউনিয়ন	১৯
২.২.২	সমাজসেবা	২০
২.২.৩	বিআরডিবি	২৩
২.২.৪	কৃষি	২৫
২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা	২৭
২.২.৬	মৎস্য	২৯
২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য	৩০
২.২.৮	মহিলা বিষয়ক	৩১
২.২.৯	ভুমি ও রাজস্ব	৩৪
২.২.১০	যোগাযোগ	৩৪
২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা	৩৫
২.২.১২	প্রাণিসম্পদ	৩৫
২.২.১৩	সমবায়	৩৫
২.২.১৪	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৩৭

ক্র: নং		বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৩.		তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
	৩.১	পরিকল্পনা কি	৪০
	৩.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪১
	৩.৩	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল	৪২
	৩.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ	৪৪
৪.		চতুর্থ অধ্যায় (উপজেলার সম্পদ বিবরনী)	
	৪.১	উপজেলার সম্পদ বিবরনী	৪৫
৫.		পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
	৫.১	অবস্থা বিশ্লেষন	৪৬
	৫.২	রুপকল্প নির্ধারণ	৪৮
	৫.৩	সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫১
৬.		ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
	৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৫৪
৭.		সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
	৭.১	২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৬৩
৮.		অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
	৮.১	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য	৬৪
	৮.২	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড	৬৬
	৮.৩	মনিটরিং ফরম্যাট	৬৭
	৮.৪	মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো	৬৮
৯.		পরিশিষ্ট	৬৯

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরী করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছিল না। আর এ কারণেই বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৪৭৯টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে UGDP নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর জামালপুর সদর উপজেলা সেই ৪৭৯ টি সৌভাগ্যবান উপজেলাদের একটি। এ প্রকল্পের সহায়তায় জামালপুর সদর উপজেলা ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের জন্য তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। উপজেলা পরিষদ জামালপুর সদর উপজেলার আওতাভুক্ত পৌরসভা, ইউনিয়ন সমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে জামালপুর সদর উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জামালপুর সদর উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোজাফফর হোসেন, এমপি
১৪২, জামালপুর-৫ (জামালপুর সদর)
ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, জামালপুর সদর

মাননীয় সংসদ সদস্যের বাণী

জামালপুর সদর জামালপুর জেলার একটি অন্যতম উপজেলা। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" বই প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। একটি এলাকার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। জামালপুর সদর উপজেলা পরিষদের এ উদ্যোগ তার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সব সময়ই স্থানীয় সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সরকারের একটি লক্ষ্য। এ ভিশনকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে, তেমনি একটি প্রকল্প UGDP। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UGDP'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সকলের দক্ষতা, জবাবদিহিতার চর্চা বৃদ্ধি পাবে। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" বই প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে যেমন সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, তেমনি উন্নয়নের ভীত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমি এ চমৎকার উদ্দ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আশা করবো জামালপুর সদর উপজেলা এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে।

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোজাফফর হোসেন, এমপি

শ্রাবন্তী রায়
জেলা প্রশাসক
জামালপুর

জেলা প্রশাসক এর বাণী

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরনের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন ও উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। বাংলাদেশ সরকার ও JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৪৭৯ টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য UGDP প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জামালপুর জেলার জামালপুর সদর উপজেলা তাদের মধ্যে একটি। জামালপুর জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে আমি আনন্দিত ও খুশি হয়েছি জামালপুর সদর উপজেলা সফলভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে পেরেছে। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবে। আমি এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রাবন্তী রায়

সরকার আব্দুল্লাহ আল মামুন বাবু
উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, জামালপুর।

উপ-পরিচালক এর বাণী

জামালপুর সদর উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জামালপুর সদর উপজেলা পরিষদের 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে, তেমনই একটি প্রকল্প UGDP । স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UGDP 'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা এবং সরকারি নীতি প্রতিফলনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও হস্তান্তরিত ১৭টি দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে। দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভীত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। আমি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও জামালপুর সদর উপজেলার সাফল্য কামনা করি।

সরকার আব্দুল্লাহ আল মামুন বাবু

আবুল হোসেন

মোহাম্মদ আবুল হোসেন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
জামালপুর সদর, জামালপুর

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বাণী

জামালপুর সদর উপজেলা জামালপুর জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । তবে আশার কথা জামালপুর সদর উপজেলা বাংলাদেশ সরকার ও UGDP প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় দ্বিতীয় বারের মতো ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের জন্য একটি ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” প্রণয়ন করেছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না, তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি এ উপজেলাকে এ পাইলট প্রকল্প রাখার জন্য। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

মোহাম্মদ আবুল হোসেন

লিটুস লরেন্স চিরান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জামালপুর সদর, জামালপুর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

জামালপুর সদর উপজেলা জামালপুর জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহণমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাঙ্ক্ষিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। জামালপুর সদর উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা তৈরীতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই TGP এর সদস্যবৃন্দসহ তাদের যারা এই পরিকল্পনা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

লিটুস লরেন্স চিরান

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

অতি প্রাচীনকালে জামালপুরের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন অতি প্রাচীনকালে বাংলাদেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এটি সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। তারা অনুমান করে বলেন-গঙ্গা ও ব্রক্ষপুত্রের স্রোতে আসা কাঁদামাটি থেকে বাংলাদেশের উৎপত্তি হয়েছে। কালের বিবর্তনে বাংলাদেশের অংশে এ সমুদ্র তলদেশ থেকে উত্থিত হয়। ঐ সময়ে এ অঞ্চল কর্দমাক্ত, গভীর অরণ্য ও জঙ্গলাবৃত ছিল এবং এক সময় অনার্যরা এখানে বসবাস করত।

ময়মনসিংহ জেলা বিবরণীর রচয়িতা এফ এ সাকসির মতে এ অঞ্চল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত কোচ সামন্তদের অধীনে ছিল। দলিপা সামন্ত নামে এক কোচ রাজা এ অঞ্চল শাসন করত। তার রাজধানী ছিল গড়দলিপা। গড়দলিপা বা গড়জরিপা এখন শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী থানার অর্ন্তভুক্ত। কোচ বংশীয় রাজারা বহুবছর গড়দলিপা শাসন করে। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ক্রমাগত আক্রমণে কোচ সামন্তদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৪৯১ সালে সাইফুদ্দিন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের নির্দেশে সেনাপতি মজলিশ খাঁ কোচরাজা দলিপা সামন্তকে পরাজিত করে হত্যা করে গড়দলিপা দখল করে। সেই থেকে এ অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে (১৬০৫-১৬১৭) সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল মুঘলদের সম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায় গৌড়রে আফগানদের সাথে দিল্লীর মুঘলদের রাজ্য বিস্তার নিয়ে সংঘাত হলে আফগানরা মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জামালপুর সদরের পাথালিয়া মৌজায় একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এখনও এ এলাকায় পল্টন নামের জনশ্রুতি আছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার উড়িষ্যা দখল করে। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোঘল বাদশাহর নিকট থেকে এ অঞ্চলের দেওয়ানী লাভ করে। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৭৮৭ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলার অধীনে ১৮৩৪ সালে জামালপুর থানা গঠিত হয়।

১.২ উপজেলার নামের ইতিহাস

উপজেলার নামকরণের বিষয়ে সুনিদিষ্ট কোন তথ্য নাই, তবে কথিক আছে মুঘল সম্রাট আকবরের সময় হযরত শাহ জামাল (রহ:) তাঁর ২০০ জন অনুসারীসহ ইয়েমেন হতে আসেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে সিংহজানী মৌজায় আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারেই জামালপুর নামকরণ করা হয়। উপজেলায় ১ টি পৌরসভাসহ ১৫ টি ইউনিয়ন ২৯৯ টি মৌজা এবং ৩৬৫ টি গ্রাম রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ও জামালপুর-ময়ময়সিংহ সড়কের পার্শ্বে উপজেলা হেডকোয়ার্টার অবস্থিত।

১৮৪৫ সালে জামালপুরকে প্রশাসনিক মহকুমায় উন্নিত করা হয়। বিশেষ করে তৎকালে মধুপুর জঙ্গল জামালপুর পৌর এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে মধুপুর জঙ্গল ও উত্তরে শেরপুরের বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ফকির-সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্যই জামালপুরে একটি শাসনকেন্দ্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফকির-সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্য ইংরেজরা জামালপুর সদরে সেনানিবাস স্থাপন করে। কম্পপুর আজ ও তার স্মৃতি বহন করে। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত সেনানিবাসের মেজরগণ এ অঞ্চল শাসন করত। পরবর্তিকালে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটগণ মহকুমার প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করে। সন্ন্যাসীদের অবস্থানের জন্য একসময় জামালপুরের নাম সন্ন্যাসীগঞ্জে পরিণত হয়। এখন ও শহরের পশ্চিম দিকে সন্ন্যাসীপাগা, সন্ন্যাসী ভিটা নামে পাড়া আছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে জামালপুর সদর ১১ নং সেক্টরের অধীন ছিল। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর জামালপুর সদর উপজেলা হানাদার মুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফয়েজুর রহমান জামালপুর সদরে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। ১ লা ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ সালে জামালপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে জামালপুর জেলা ঘোষিত হয়। ১ লা ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে জামালপুর সদর উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৩ উপজেলার মানচিত্র

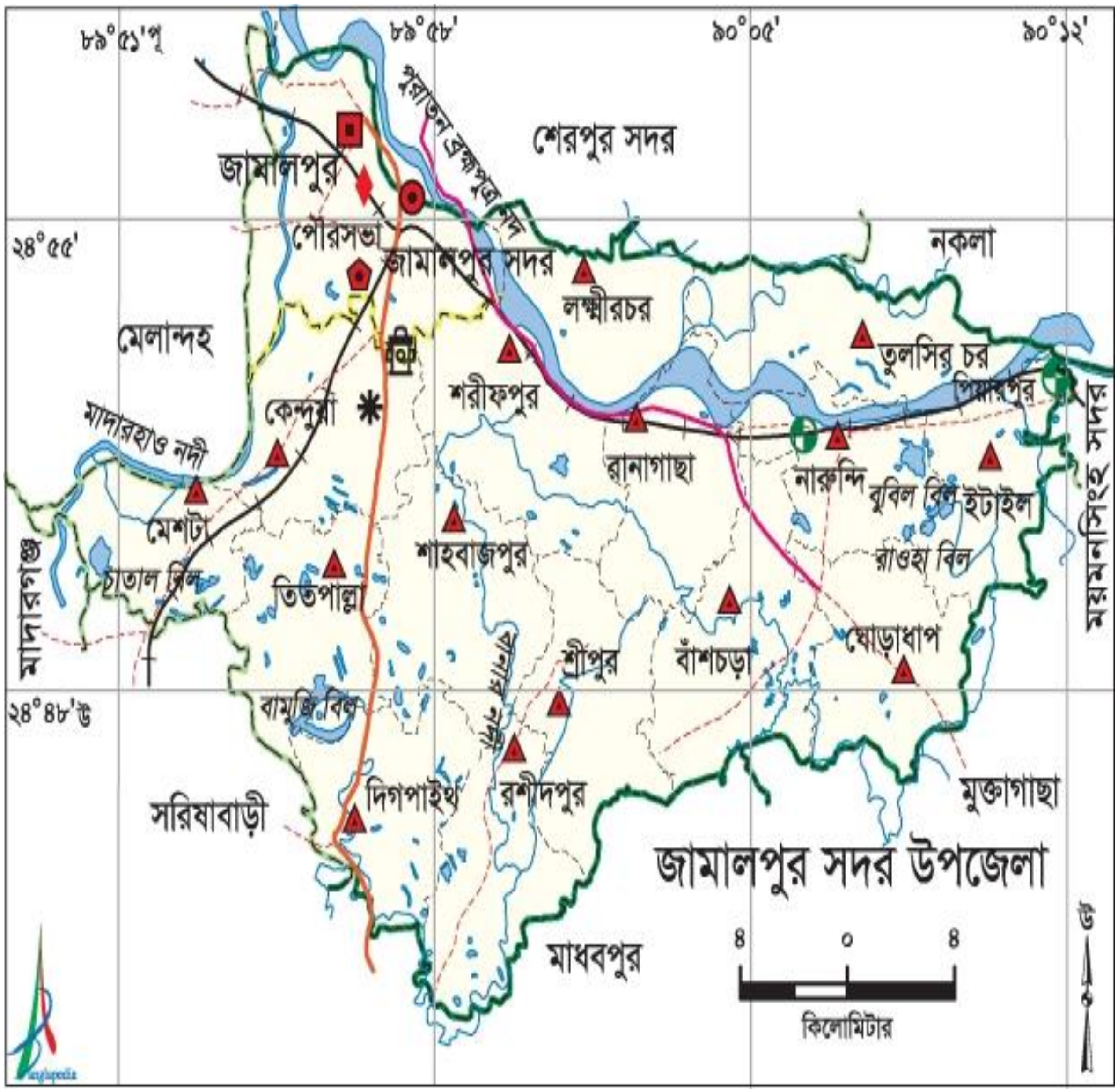

১.৪ ভৌগলিক পরিচিতি

জামালপুর সদর উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২৪.৪২" থেকে ২৪.৫৮" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৫২" থেকে ৯০.১২" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। জামালপুর সদর উপজেলার আয়তন ৪৮৯.৫৬ বর্গকিলোমিটার। এর উত্তরে শেরপুর সদর, দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলা ও সরিষাবাড়ী উপজেলা, পূবে ময়মনসিংহ সদর ও মুক্তাগাছা উপজেলা, পশ্চিমে মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলার মৌসুমী জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। শীত ও গরম মধ্যম ধরনের; চরমভাবাপন্ন নয়। শীতকালে প্রচুর কুয়াশা হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে কোনো কোনো বছর বৃষ্টিপাত হয়। এই সময় তাপমাত্রা ১৫" থেকে ২৭ " সেলসিয়াস থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩০" থেকে ৩৩" সেলসিয়াস। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮৭৫ মিলিমিটার। উপজেলার ভূমি এঁটেল, বেলে-দোআশঁ ও দোআশঁ প্রকৃতির। এখানে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। এলাকার সমতল ভূমি পলিসিক্ত ও উর্বর। এখানকার ৭০% এলাকা সমতল, বাকি অংশ অসমতল ও বনভূমি দ্বারা গঠিত।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি:

সংস্কৃতি: জামালপুর জেলা সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে জামালপুর সংস্বৃতিতে বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রতিনিধিত্ব করত। জামালপুরের সিংহজানি, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মাদারগঞ্জ এবং নান্দিনাতে জমিদার আমলে নাটক থিয়েটার, গান বাজনা ও যাত্রার বিশেষ প্রচলন ছিল। জমিদার ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিমনা ও বিত্তবানদের পৃষ্টপোষকতায় এসব কর্মকান্ত চলত। ফলে দেশের সংস্কৃতির অঙ্গনে আজ ও বহু গুণী শিল্পীর পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। এখানে নাটকে আনোয়ার হোসেন, আমজাদ হোসেন, মরহুম আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মরহুম ওস্তাদ ফজলুল হক খান, মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু, মরহুম এম এস হুদা, মরহুম গিয়াস উদ্দিন মাষ্টার, শুশান্তকুমার দেব কানু, মরহুম ফরিদ আফগানী, মহিউদ্দিন শ্রীপুরী, আবু জাহিদ লতা, ফজলুল করিম ভানু, এ,কে মাহবুব রেজা মতি, মোঃ ছানাউল হক সিদ্দিকী, এস এম মফিজুর রহমান, শর্বরী ও এ প্রজন্মেও রাজীব, নোলক বাবু, শশী ও টুটুলসহ অসংখ্য গুণী শিল্পি রয়েছে।

ভাষা: দেশের অন্যান্য স্থানের ভাষার মত জামালপুরের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। জামালপুর জেলার একেক উপজেলার ভাষার উচ্চারণ একেক রকম। ফলে ভাষা শৈলী ও উচ্চারণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নমুনা হিসেবে জামালপুরের কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা উল্লেখ করা হলো" দেরী অব ক্যা, দন্ডেই বাজার থনে ঘুইরা আমু। ইষ্টিরেঝ বহাইয়া থও ,বাত খায়ে যাব। সাগাই নহুল আছে ইত্যাদি।

১.৬ খেলাধুলা ও বিনোদন

জামালপুর সদর উপজেলাতে বিনোদনের অন্যতম মধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। উপজেলাতে খেলাধুলার জন্য স্টেডিয়াম থাকলেও জামালপুর সদর উপজেলার সর্বত্র খোলার মাঠে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে স্থানীয় জনগণ অবসর সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ গ্রামীন আদি খেলা হতে শুরু করে বিদেশী খেলাধুলার ও প্রচলন রয়েছে এ উপজেলাতে। স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার যুব সমাজ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া জামালপুর সদর উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের শুরুতে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে চালু আছে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সংগঠন। আরও রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্পকলা একাডেমী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

জামালপুর সদর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি স্টেডিয়াম মাঠ। প্রতি বছর এ মাঠে নিম্নলিখিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়:

(ক) গোল্ডকাপ ফুটবল;
(খ) প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ,
(গ) ইউনিয়ন ফুটবল লীগ,
(ঘ) প্রতি বৎসর ভলিবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়;
(ঙ) প্রতি বৎসর যুব এবং সিনিয়র ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

১.৭ উপজেলার নদ-নদী

জামালপুর সদর উপজেলার উপর দিয়ে দুটি নদী বয়ে গেছে। একটি ব্রহ্মপুত্র অপরটি ঝিনাই নদী। বানার নদী নামে আরো একটি নদী ছিল কিন্তু ১৯৭৮ সালে ইরিগেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি সেচের জন্য নদীর মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে নদীর উৎসমুখ বন্ধ থাকায় ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে না। ফলে এটি এখন একটি খালে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদটি তিব্বতের মানস সরোবর থেকে সাংপো নামে উৎপন্ন হয়ে ভারতের অরূনাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়েছে। প্রবাহ স্থানে ৫টি প্রধান উপনদী থেকে ব্রহ্মপুত্র পানি সংগ্রহ করেছে যাদের মধ্যে ডিহঙ্গ ও লোহিত প্রখ্যাত। এ ধারা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মাজাহরালীতে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখান থেকেই নদীর নাম হয়েছে ব্রহ্মা-যমুনা। অধিকতর ক্ষেত্রে যমুনা নামেই পরিচিত। এ ধারা দক্ষিণে ২৭৭ কিঃমিঃ প্রবাহিত হয়ে আরিচার কাছে আলেকদিয়ায় গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত ধারা দক্ষিণ পূর্ব দিকে ২১২ কিঃমিঃ প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় পতিত হয়েছে। অপর দিকে ব্রহ্মপুত্রের নদের শাখা থেকে ঝিনাই নদীর উৎপত্তি হয়েছে।

১.৮ উপজেলার যোগাযোগ

সড়ক পথে

১) ঢাকা-জামালপুর মহাসড়ক রয়েছে। জামালপুর সদর হতে সড়ক পথে দেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করা যায়। এখান থেকে ময়মনসিংহ, ঢাকা, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, শেরপুর সহ বিভিন্ন জেলায় সহজে যাওয়া যায়।

রেলপথে

১) জামালপুর সদর হতে ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা সহজেই যাওয়া যায়।

১.৯ উপজেলার ব্যবসা বাণিজ্য

জামালপুর সদর উপজেলার বাজর সমুহ:

১। ইটাইল বাজার
২। এলাহী বাজার
৩। কামালখান হাট
৪। কৈডোলা বাজার
৫। গনেশপুর বাজার
৬। গোদাশিমলা বাজার
৭। গোপালপুর বাজার
৮। ঘোড়াধাপ বাজার
৯। চাদঁপুর বাজার
১০। ছোনটিয়া বাজার
১১। জামতলী বাজার
১২। জামিরা বাজার
১৩। দড়িপাড়া বাজার
১৪। দেলোয়া বাজার
১৫। নরুন্দি বাজার
১৬। নান্দিনা বাজার
১৭। নারকেলী বাজার
১৮। পক্ষীমারী বাজার
১৯। পাবাই বাজার
২০। বারুয়ামারী বাজার
২১। বাশঁচড়া বাজার
২২। বিয়ারা বাজার
২৩। ভারুয়াখালী বাজার
২৪। ভালুকা বাজার
২৫। মহেশপুর বাজার
২৬। মেষ্টা বাজার
২৭। লাহিড়ীকান্দা বাজার
২৮। শংকরপুর বাজার
২৯। শরিফপুর বাজার
৩০। শেলেরকান্দ বাজার
৩১। শ্রীপুর কুমারিয়া বাজার
৩২। হাজীপুর বাজার

১.১০ উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

হযরত শাহ্ জামাল (র:) এর মাজার:

জামালপুর জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন হযরত শাহ্ জামাল (র:) এর মাজার। এই মাজারটি জামালপুর সদর উপজেলার উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে, সদর পুলিশ স্টেশন এবং কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ মাঠের মাঝামাঝি সদর রাস্তার পাশে অবস্থিত।

ঐতিহাসিক বড় মসজিদ:

জেলা সদর জামালপুর শহরের প্রায় মাঝখানে ঐতিহাসিক বড় মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের পাশেই শহরের নিয়মিত সকাল বাজার। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে প্রায় আড়াইশত বছর আগের মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

দয়াময়ী মন্দিরঃ

সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্টানের মধ্যে জামালপুর শহরে অবস্থিত দয়াময়ী মন্দির অন্যতম। এটি জামালপুর শহরের ০ পয়েন্টে অবস্থিত।

রাজা হরিশচন্দ্রের দীঘিঃ

জামালপুর জেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে দেওরপাড়া চন্দ্রা গ্রামে ঐতিহাসিক রাজা হরিশচন্দ্রের দিঘি অবস্থিত।

খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্রঃ

জামালপুর শহরের জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের উত্তর পাশে ঐতিহাসিক খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত।

শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লীঃ

জামালপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র দয়াময়ী এলাকায় প্রায় ৯ একর জায়গা জুড়ে শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী গড়ে উঠেছে।

লুইস ভিলেজ :

শহরের দক্ষিণে বেলটিয়া গ্রামে লুইস ভিলেজ অবস্থান। এছাড়া ও দর্শনীয় স্থান গুলোর মধ্যে আছে নরুন্দির ছালামাবাদ দরবার শরীফ,নান্দিনার শোলাকুড়ি পাহাড়, শ্রীপুরের রাণী পুকুর দিঘী ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

উপজেলা		জামালপুর সদর
সীমানা		উত্তরে শেরপুর সদর, দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলা ও সরিষাবাড়ী উপজেলা,পূবে ময়মনসিংহ সদর ও মুক্তাগাছা উপজেলা, পশ্চিমে মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত।
জেলা সদর হতে দূরত্ব		৩ কিলোমিটার
আয়তন		৪৮৯.৫৬ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা		৬,১৫,০৭২ জন (প্রায়)
	পুরুষ	৪,২৭,২০১ জন (প্রায়)
	মহিলা	২,০৯,৭৩০ জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব		১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার সংখ্যা		৪,২৭,২০১ জন
	পুরুষ ভোটার সংখ্যা	২,৫৬,৭৮২ জন
	মহিলা ভোটার সংখ্যা	১,৭০,৪১৯ জন
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		১.৪৬%
মোট পরিবার (খানা)		১,৩২,২৬৫ টি
নির্বাচনী এলাকা		১৪২,জামালপুর-৫ (জামালপুর সদর)
গ্রাম		৩৮৫ টি
মৌজা		২৯৯ টি
ইউনিয়ন		১৫ টি
পৌরসভা		০১ টি
এতিমখানা সরকারী		০১ টি
এতিমখানা বে-সরকারী		১০ টি
মসজিদ		৯৯৫ টি
মন্দির		৪২ টি
নদ-নদী		২ টি (ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাই নদী)
হাট-বাজার		৩৬ টি
ব্যাংক শাখা		৪২ টি

পোস্ট অফিস/ সাব পোঃ অফিস		৫৮ টি (পোস্ট অফিস-১ টি সাব পোস্ট অফিস-৫৭ টি)
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০১ টি
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প		৮১ টি
বৃহৎ শিল্প		০১ টি

<u>উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবল:</u>

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	অফিস সুপার	১	০	১
৪	সিএ কাম ইউডিএ	১	০	১
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	১	২
৬	জিপ চালক	১	১	০
৭	ফটোকপি অপারেটর	১	০	১
৮	অফিস সহায়ক	৩	১	২
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	৩	০	৩
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৩	১	২

২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.২.১ ইউনিয়ন সমুহের তথ্যঃ

ইউনিয়নের নাম	আয়তন (একর)	লোকসংখ্যা (জন)		শিক্ষার হার (%)
		পুরুষ	মহিলা	
১ নং কেন্দুয়া	২৬.৮৪ ব. কি.মি	১৩৬৯৯ জন	১২৮৪৫ জন	৫৯%
২ নং শরীফপুর	২৮.৯৪ ব. কি.মি	২১৫২০ জন	২১০০৬ জন	৬৮%
৩ নং লক্ষীরচর	১০.৪৩ ব. কি.মি	১৪৫৪৩ জন	১৪১৪৩ জন	২৭%
৪ নং তুলশীরচর	৩৯.৯০ ব. কি.মি	১৯১০২ জন	১৭২৬২ জন	৪৪%
৫ নং ইটাইল	২৫.৪৩ ব. কি.মি	১৮৫২৫ জন	১৭৪৭৫ জন	৭৫%
৬ নং নরুন্দি	১১.১১ ব. কি.মি	১৪৪৩০ জন	১৪৩৯৮ জন	৯৫%
৭ নং ঘোড়াধাপ	১৩.৩৩ ব. কি.মি	১৭৪১৮ জন	১৬৪১৪ জন	৪৬.৮%
৮ নং বাঁশচড়া	৩৬.২০ ব. কি.মি	২২৪২০ জন	২২২২৮ জন	৫৫%
৯ নং রানাগাছা	২৯.৭৭ ব. কি.মি	১৯০৩১ জন	২০৪৪০ জন	৪৫.৭৯%
১০ নং শ্রীপুর	১১.৮ ব. কি.মি	১৫৩৭৮ জন	১৫১৯৫ জন	৪০%
১১ নং শাহবাজপুর	১৪.৯ ব. কি.মি	১৮০৭২ জন	১৭৬৫০ জন	৪২%
১২ নং তিতপল্লা	১১.৭ ব. কি.মি	১৯৭৭০ জন	১৯১৯২ জন	৩৮.২৯%
১৩ নং মেষ্টা	১৪.৪৮ ব. কি.মি	১৮৭৮৪ জন	১৮৪৯৩ জন	৪৮%
১৪ নং দিগপাইত	২৮.০৪ ব. কি.মি	১৭৮৪৭ জন	১৭৮৪০ জন	৫৮%
১৫ নং রশিদপুর	২৫.৭৫ ব. কি.মি	১৮১৮৫ জন	১৫৮৫০ জন	১০০%
মোটঃ=				

২.২.২ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়:

০১	প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	১৫ টি
০২	প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা	১৬৬ টি

০৩) জনবল কাঠামো:

নং	পদের নাম	মুঞ্জরী কৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১ টি	০১	০	
২	সহকারী সমাজসেবা অফিসার	০১ টি	০১	০	
৩	উচ্চমান সহকারী-যুক্ত-হিসাব রক্ষক	০১ টি	০১	০	
৪	ফিল্ড সুপার ভাইজার	০১ টি	০১	০	
৫	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১ টি	০১	০	
৬	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	১০ টি	০৯	০১	
৭	কারিগরী প্রশিক্ষক	০৩ টি	০	০৩	
৮	অফিস সহায়ক	০১ টি	০১	০	
মোট		**১৯ টি**	**১৫ টি**	**০৪ টি**	

(ক) আর, এস, এস, কার্যক্রমঃ

(টাকা)

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্দ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	৩,৬০,০০০	৩,২৩,০০০	৩,২৩,০০০	৩,২৩,০০০	-	১০০%
২	ইউনিসেফ তহবিল	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৯২,৪৯৫	৭,৫০৫	৯৮%
৩	বিশেষ তহবিল	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	-	১০০%
৪	উন্নয়ন ৫ম পর্ব	১১,৩২,৫০০	১১,৩২,৫০০	১১,৩২,৫০০	১১,৩২,৫০০	-	১০০%
৫	উন্নয়ন ৬ষ্ঠ	১১,০০,০০০	১১,০০,০০০	১১,০০,০০০	১১,০০,০০০	-	১০০%
৬	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৪৮,৫০,০০০	৪৮,৫০,০০০	৫৩,৩৫,০০০	৪০,১৫,০০০	১৩,২০,০০০	
সর্বমোট		৮৪,৪২,৫০০	৮৪,০৫,৫০০	৮৮,৯০,৫০০	৭৫,৬২,৯৯৫	১৩,২৭,৫০৫	৯৫%

(খ) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন কার্যক্রমঃ

(টাকা)

ক্র. নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্দ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃতঅর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	১৪,৮৭,১৮৭	১৪,৭৭,১০০	১৪,৭৭,১০০	১১,৪২,৬০০	৩,৩৪,৫০০	৭৭%

(গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী:

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর	২৭,০৯৬ জন	১৫০ জন	২৭,২৪৬ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত	১৪,৫১৭ জন	০ জন	১৪,৫১৭ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী	৬,৮২৪ জন	৬২৫ জন	৭৪৪৯ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৪৪৬ জন	-	৪৪৬ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	৫০৪ জন	৮০ জন	৫৮৪ জন
৬	হিজড়া ভাতা	১০ জন	-	১০ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১২১ জন	-	১২১ জন

(ঘ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা:

ঘ) ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ড প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা	০৯ টি
ঙ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	৩২ টি
চ) অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দেয় অনুদান	১৭ টি

(ঙ) মোট জরিপকৃত প্রতিবন্ধী সংখ্যাা:

লিঙ্গ	সংখ্যা
পুরুষ	৬,৩২০ জন
মহিলা	৫,৩৪৫ জন
হিজড়া	১৬ জন
মোট	১১,৬৭১ জন

(চ) প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি:

ক্রঃ নং	স্তর	সংখ্যা	মাসিক হার (টাকা)	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	৩৬৬ জন	৭৫০	৩২,৯৪,০০০
২	মাধ্যমিক স্তর	৬৬ জন	৮৫০	৬,৭৩,২০০
৩	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	৩০ জন	১০০০	৩,৬০,০০০
৪	উচ্চতর স্তর	২৬ জন	১৩০০	৪,০৫,৬০০
	মোট	৫৮৪ জন		

(ছ) দলিত/হরিজন শিক্ষা উপৃত্তি:

ক্রঃ নং	স্তর	সংখ্যা	মাসিক হার (টাকা)	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	১৬ জন	৭৫০	১, ৪৪,০০০
২	মাধ্যমিক স্তর	১৫ জন	৮৫০	১,৫৩,০০০

২.২.৩ বিআরডিবি:

০১) বিআরডিবি, ইউসিসিএ'র আওতাভূক্ত:

(ক) ইউনিয়নের সংখ্যা - ১৫ টি (খ) গ্রামের সংখ্যা- ৩৬৫ টি
(গ) পরিবার সংখ্যা- ১০,৫৮৪ টি (ঘ) মোট জনসংখ্যা- ৬,১৫,০৭২ জন।

০২) মূল কর্মসূচির তথ্যাবলী:

(ক) কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৩৫৫ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ১০,৬৯১ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ১৫, ৩৯, ০০০ টাকা (ঘ) সঞ্চয় আমানত- ১৯, ০৮,০০০ টাকা ।

০৩) সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর তথ্যাবলী:

(ক) দলের সংখ্যা- ৭৮ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ১,৮৫৪ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ২০,৪৬,৩৯৬ টাকা ।

০৪) পল্লী প্রগতি প্রকল্পের তথ্যাবলী:

(ক) দলের সংখ্যা- ১৮ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৪৯৮ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ২,১৫,০০০ টাকা ।

০৫) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ এবং আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচির তথ্যাবলী:

(ক) প্রশিক্ষণ সদস্য সংখ্যা-১৬০ জন (খ) ঋণী সদস্য সংখ্যা- ৪৬ জন ।

০৬) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির তথ্যাবলী:

(ক) দলের সংখ্যা-৩০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৬৬২ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ৮,১৫,০০০ টাকা। (ঘ) প্রশিক্ষণ-২০০ জন
(ঙ) প্রদর্শনী প্লট-১৮ টি (চ) বীজ বিতরণ-২০২ জন

০৭) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) এর তথ্যাবলী:

(ক) স্কীম বাস্তবায়ন-৫৭ টি (খ) প্রশিক্ষণ-১১১০ জন

০৮) ব্যাংকে স্থায়ী আমানতের বিবরণ:

সর্বমোট- ১,২৩,৯৭,৮৮৭ টাকা
(ক) মূল কর্মসূচি- ৬৯,৪৬,৯৫২ টাকা
(খ) ভর্তুকি-১৫,৬৪,৪৫৯ টাকা
(গ) সদাবিক- ৩৪,৭৩,৪৭৬ টাকা
(ঘ) পল্লী প্রগতি প্রকল্প- ২,২৩,০০০ টাকা
(ঙ) গুচ্ছগ্রাম- ১,৯০,০০০ টাকা।

০৯) সেচ যন্ত্রের বিবরণ:

(ক) বিতরণকৃত সেচ যন্ত্র :
(১) মোট বিতরণকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা- ১১৬ টি
(২) মোট বিতরণকৃত অগভীর নলকূপের সংখ্যা- ১৪ টি

(খ) মওকূফ সুবিধা প্রাপ্ত সেচ যন্ত্রের বিবরণ:
(১) গভীর নলকূপের সংখ্যা-৯৮ টি
(২) অগভীর নলকূপের সংখ্যা-৮ টি

(গ) মওকূফ সুবিধা বঞ্চিত সেচ যন্ত্রের বিবরণ:
(১) গভীর নলকূপের সংখ্যা-১৮ টি
(২) অগভীর নলকূপের সংখ্যা-৬ টি

১০) সেচ সম্প্রাসারণ কর্মসূচি:

(ক) ৬৫ টি নলকুপ সচল আছে।

১১) মওকূফ প্রাপ্ত সুদের বিবরণ:

(ক) স্বল্প মেয়াদী (শস্য)- ১,৩৮,০০,০০০ টাকা
(খ) মেয়াদী সেচ যন্ত্র-২, ৫৫,০০,০০০ টাকা

১২) অবকাঠামোর বিবরণ:

(ক) পল্লী ভবন- ০১ টি
(খ) ইউটিইউ ভবন- ০১ টি (মেরামতযোগ্য)
(গ) গুদাম ঘর- ০১ টি (৪০০ টন পরিত্যক্ত)
(ঘ) মূল কর্মসূচির নিজস্ব ক্রয়কৃত জায়গা ০.২৬ শতাংশ

২.২.৪ কৃষিঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ		পরিমাণ
১.	মোট এলাকা		৪৮৯.২৪
২.	উপজেলার সংখ্যা		১
৩.	পৌরসভার সংখ্যা		১
৪.	ইউনিয়নের ষংখ্যা		১৫
৫.	মৌজার সংখ্যা		২৯৯
৬.	গ্রামের সংখ্যা		৩৯৮
৭.	কৃষি ব্লকের সংখ্যা		৪৬
৮.	জনসংখ্যা		৬১৫০৭২
৯.	পুরুষ		৩০১৯১২
১০.	মহিলা		৩১৩১৬০
১১.	মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা		৮৯৭০০
১২.	কৃষক শ্রেণী (সংখ্যায়)		
	ক) ভূমিহীন		২৭.৩১%
	খ) প্রান্তিক		৪১.৯৮%
	গ) ক্ষুদ্র		১৭.৪৯%
	ঘ) মাঝারী		১০.৯৩%
	ঙ) বড়		২.২৯%
১৩.	মোট জমি (হেঃ)		৪০১১৬
১৪.	স্থায়ী পতিত (হেঃ)		৫৫০
১৫.	অস্থায়ী পতিত (হেঃ		৪৬৫
১৬.	বনভূমি (হেঃ)		২২৮
১৭.	নীট ফসলী জমি (হেঃ)		৩০৯৪০
১৮.	এক ফসলী জমি (হেঃ)		৩১১০
১৯.	দো-ফসলী জমি (হেঃ)		২২১৯০
২০.	তিন ফসলী জমি (হেঃ)		৫৬৪০
২১.	চার ফসলী জমি (হেঃ)		৮৫০
২২.	মোট ফসলী জমি (হেঃ)		৬৪৪১০
২৩.	ফসলের নিবিড়তা (%)		২০৮%
২৪.	উচু জমি	৩৭.২%	১৮৮৩৪ হেঃ
২৫.	মধ্যম উচু জমি	৪১.২%	৫৭৭৬ হেঃ
২৬.	মধ্যম নীচু জমি	১৫.৭%	৫৩৮০ হেঃ
২৭.	নীচু জমি	৪.৯%	৯৫০ হেঃ
২৮.	অতি নীচু	১ %	৪০১ হেঃ
২৯.	নীট চর এলাকা		১৪৮ হেঃ
৩০	বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)		২১০-২৫০
৩১	উপজেলার সর্ব্বোচ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		৩৫°

৩২	উপজেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	১২°
৩৩	বিসিআইসি সার ডিলার সংখ্যা	১৬
৩৪	খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা	১১৭
৩৫	বিএডিসি বীজ ডিলার সংখ্যা	৩২
৩৬	পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা	৮
৩৭	খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা	১১০
৩৮	নার্সারী সংখ্যাঃ	
	ক) সরকারী	১
	খ) বেসরকারী	২৯
৩৯	কোল্ডষ্টোরের সংখ্যা	
	ক) সরকারী	-
	খ) বেসরকারী	১
৪০	মোট খাদ্যশস্য চাহিদা (মেঃ টন)	৯৬৭৮১
৪১	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (মেঃ টন)	১৬৬৫৩৪
৪২	খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-) (বীজ ও অপচয় বাদে)	৬৯৭৫৩(+)
৪৩	সেচ যন্ত্র ব্যবহারের সংখ্যা	
	ক) গভীর নলকুপ	৩৮০
	খ) অগভীর নলকুপ	১৯১১
	গ) পাওয়ার পাম্প	৫৯৭
	ঘ) রোয়ার পাম্প	০
	ঙ) ট্রেডল পাম্প	০
৪৪	সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)	২৬৯৫০
৪৫	সেচকৃত জমির হার (%)	৪৩%
৪৬	সয়েল মিনিল্যাবের সংখ্যা	৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া তৈরী মেশিনের সংখ্যা	১৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটরের সংখ্যা	৪৮
৪৮	NPK তৈরীর কারখানার সংখ্যা	২
৪৯	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এ SAAOঅফিসের সংখ্যা	৫
৫০	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা	৫
৫১	জেলার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	৫
৫২	আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা	৫

২.২.৫ উপজেলা শিক্ষা অফিসঃ

০১। আওতাভুক্ত এলাকাঃ পৌরসভা-০১ টি
ইউনিয়ন-১৫ টি

০২। মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা-২৪৪

০৩। ক্লাষ্টার সংখ্যা-১০ টি

অফিস জনবল:

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	১০	০৬	০৪
উচ্চমান সহকারী	০১	০১	০০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩	০১	০২
হিসাব সহকারী	০১	০১	০০
অফিস সহায়ক	০১	০০	০১

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:

০১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৪৪ টি
০২। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-০২ টি
০৩। কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় -১৭১ টি

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
প্রধান শিক্ষক	২৪৩	১৭৩	৭১
সহকারী শিক্ষক	১৩১৫	১২৪৫	৭০
দপ্তরী কাম প্রহরী	১৬৬	১৫৭	৯

শিশু জরিপ ২০২৩:

উয়স	বালক	বালিকা	মোট
৫ +	৩৯৯৫	৪০৭০	৮০৬৫
৬+	৬২১৩	৬৫৪৫	১২৭৫৮
৭+	৬০২১	৬৩৩১	১২৩৫২
৮+	৪৮৩৮	৫৯১৬	১১৭৫৪
৯+	৫৮১৩	৫৬৮৫	১১৪৯৮
১০+	৫১৫৭	৪৯৯২	১০১৪৯
মোট	৩৩০৩৭	৩৩৫৩৯	৬৬৫৭৬

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

শ্রেণি	বালক	বালিকা	মোট
প্রাক প্রাথমিক	২৯৪৪	৩০৬৭	৬০১১
১ম শ্রেণি	৫৮৩৩	৬০৪৭	১১৮৮০
২য় শ্রেণি	৫৯৪৭	৬১২৬	১২০৭৩
৩য় শ্রেণি	৬৯৯৪	৭০৯১	১৪০৮৫
৪র্থ শ্রেণি	৭০৩২	৬৯৯৩	১৪০২৫
৫ম শ্রেণি	৬৯৩৪	৬৯৮১	১৩৯১৫
মোট	৩৫৬৮৪	৩৬৩০৫	৭১৯৮৯

২.২.৬ মৎস্য সংক্রান্তঃ

এক নজরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি:

ক্র.নং	বিষয়	বিবরণ/সংখ্যা
১	আয়তন	৪৮৯.৫৬ ব.কিমি
২	লোক সংখ্যা	৬১৫০৭২ জন
৩	মৎস্য চাষীর সংখ্যা	৭৩২২ জন
৪	মৎস্যজীবির সংখ্যা	৩৩৪০ জন
	মৎস্য খাদ্য কারখানা	
৫	বরফকল	১৩ টি
৬	মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা	৩৫ টি
৭	সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা	০১ টি
.৮	বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (নিবন্ধিত)	৬ টি
৯	জেলের সংখ্যা	৩৩৪০ জন
১০	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	৩৩৪০ জন
১১	আইডি কার্ড বিতরণ	২৮৭৬ টি
১২	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী)	৮ টি
১৩	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা)	৬ টি
১৪	পোনা ব্যবসায়ী	৪৪ জন
১৫	পোনার চাহিদা	৩৪৭ লক্ষ
১৬	পোনার উৎপাদন	৩১৮.৯৫ লক্ষ
১৭	রেনু উৎপাদন	২৫৫৫ কেজি
১৮	মোট মাছের চাহিদা	১২৩৮৪.৪০ মেট্রিক টন
১৯	মোট মাছ উৎপাদন	১০৬৯০.২৮ মেট্রিক টন
২০	উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান	১৬৯৪.১২ মেট্রিক টন

মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় সম্পর্কিত তথ্যাদি:

ক্র.নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)
১	বানিজ্যিক পুকুর	১১৮০	২৭৫.১	২৯৫৯.৫
২	অবানিজ্যিক পুকুর	৮৭১৭	১২৯৬.৫৮	৫১৪৮.৭৪
৩	মোট পুকুর	৯৮৯৭	১৫৭১.৬৮	৮১০৮.২৪
৪	নদী	২	৫৬৭.২৯	১৫৫.৭
৫	বিল/জলমহাল	৩৫	৪৯৪.৯৫	৫১৫.৭৫
৬	প্লাবন ভুমি	-	১৭১৭.৮৮	১৮৪৫.৫৯
৭	বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত	-	৬০	৬০৫
	মোট			১০৬৮৫.৭৮

২.২.৭ উপজেলা স্বাস্থ্য:

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৬৩ টি
ইউনিয়ন সাব সেন্টার (স্থাপনা বিহীন)	০৮ টি
ইউনিয়ন সাব সেন্টার (আরডি)	০৯ টি

জনবল কাঠামো:

উপজেলা	মেডিকেল অফিসার			জুনিয়র কনসালট্যান্ট			সিনিয়র স্টাফ নার্স			৩য় শ্রেনী			৪র্থ শ্রেনী		
	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১	০	১	১	১	০	০	০	০	১৮৬	১৭০	১৬	৪	৪	০
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৯	৯	০	০	০	০	০	০	০	১৮	১৭	১	৯	৬	০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৮	৮	০	০	০	০	০	০	০	৮	৮	০	০	০	০

২.২.৮ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালিয় ও কর্মসূচী সমূহ:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উ্ন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্ত:

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
* সেবাদান মূলক
* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজ সমূহ:

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী
- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ৩ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৮০০ টাকা করে।
- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৮০০ টাকা করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=২৬০০ জন।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিাধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ্ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত,দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন্" এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত হস্থশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এর জনবল:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী

০১	-	উপজেলা পর্যায়ে কোন জনবল সেটাপ নেই।
০২	-	
০৩	-	

সমিতি: স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি

রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত মোট সমিতি সংখ্যা : ১৭৯ টি

১. চালু সমিতির সংখ্যা : ১৬৩টি
২. নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা : ১৬টি
৩. ২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুদান প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা : ২৩টি
৪. মোট অনুদানের পরিমাণ: ৭,০৫,০০০ টাকা
৫. মোট বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যা (২০২১-২২) অর্থ বছরে ১৫ টি।
৬. নারী ও শিশু নির্মাণ প্রতিরোধ মামলার সংখ্যা : ১৫টি।
৭. উঠান বৈঠক ২০২১-২২ অর্থ বছরে : ১৬০ টি।

মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানেরজন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ:

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ২২১৭৫৬৬.৫৮
২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ১৪৫,০০০ টাকা
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ৩৭৪ জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ:

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক ১৬০ টি।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যা: ১৫ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ:

১. উঠান বৈঠক : ১৬০ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা : ০৮টি।
৩. মিমাংসার সংখ্যা : ৬ টি।

৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা : ৮টি।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি):

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর = ২৪৩৩ জন

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা
০১	১ নং কেন্দুয়া	১৭৭ জন
০২	২ নংশরীফপুর	২২৩ জন
০৩	৩ নংলক্ষীরচর	১৩৬ জন
০৪	৪ নংতুলশীরচর	১৪৮ জন
০৫	৫ নংইটাইল	১২৯ জন
০৬	৬ নংনরুন্দি	১৪৯ জন
০৭	৭ নং ঘোড়াধাপ	১৪৬ জন
০৮	৮ নংবাঁশচড়া	১৪৫ জন
০৯	৯ নংরানাগাছা	২০১ জন
১০	১০ নংশ্রীপুর	১৩৭ জন
১১	১১ নংশাহবাজপুর	১৯২ জন
১২	১২ নংতিতপল্লা	১৭০ জন
১৩	১৩ নং মেষ্টা	১৬৭ জন
১৪	১৪ নংদিগপাইত	১৬৩ জন
১৫	১৫ নংরশিদপুর	১৫০জন
	মোট=	২৪৩৩ জন

২.২.৯ ভূমি ও রাজস্বঃ

মৌজা	২৯৯ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১৫ টি
পৌর ভূমি অফিস	০১ টি
মোট খাস জমি	১১৮৬১.৫ একর
কৃষি	৪৯২৬.৪৪ একর
অকৃষি	৪৪৬.৪০ একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি	১৪.৭১ একর (কৃষি)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী)	৪৯২৬.৪৪
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়)	
হাট-বাজারের সংখ্যা	৩৬ টি

২.২.১০ যোগাযোগঃ

পাকা রাস্তা	৩৫৪.০০ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	৩৬.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	৮৭০ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	৬২৫০ টি
নদীর সংখ্যা	০৩ টি

২.২.১১ পরিবার পরিকল্পনাঃ

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ()	১৩ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	০ টি
এম.সি.এইচ. ইফনিট	০১ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	১,৩৬,১৮০ জন
বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০৮,৮০৩ জন

২.২.১২ প্রাণিসম্পদঃ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা	২৫ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা	১১ টি
দেশী/লেয়ার মুরগী আছে (১০০ টি), এরূপ খামার	অসংখ্য
গবাদিও পশুর খামার	১১৯ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	১৪ টি

২.২.১৩ সমবায়ঃ

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	১ টি
কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১ টি
কেন্দ্রীয় তাঁতী সমবায় সমিতি লিঃ	১ টি
কেন্দ্রীয় ইক্ষু সমবায় সমিতি লিঃ	০ টি
অন্যান্য কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	৩ টি
মোট	৬ টি

কেন্দ্রীয় বিআরডিবি:

উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন	১ টি
কেন্দ্রীয় পজিব সমবায় সমিতি লিঃ	১ টি
জেলা সমবায় উন্নয়ন ফেডারেশন লিঃ	১ টি
মোট	৩ টি
সর্বমোট (কেন্দ্রীয়)	**৯ টি**

প্রাথমিক: সাধারণ

প্রাঃ কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতি	৩৭ টি
প্রাঃ মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি	৭ টি
প্রাঃ মহিলা সমবায় সমিতি	৬ টি
প্রাঃ মটর/ট্রাক/লরী/ অঃ রিক্সা চালক সমবায় সমিতি	১ টি
প্রাঃ কর্মচারী/চাকুরীজীবি সমবায় সমিতি	১ টি
প্রাথমিক মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	২ টি
প্রাঃ দোকান মালিক/ব্যবসায়ী/ মার্কেট	৩ টি
প্রাঃ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	৫১ টি
প্রাঃ বহুমুখী/ মাল্টিপারপার্স সমবায় সমিতি	১৫ টি
প্রাঃ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি	১ টি
প্রাঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি	৫৬ টি
মোট:	**১৯৪ টি**

প্রাথমিক (বিআরডিবি)

কৃষক সমবায় সমিতি	৩৫২ টি
বিত্তহীন সমবায় সমিতি	৩ টি
বিত্তহীন পুরুষ (পজীব) সমবায় সমিতি	৪ টি
বিত্তহীন মহিলা (পজীব) সমবায় সমিতি	৮৫ টি
মোট	৪৪৪ টি
সর্বমোট (প্রাথমিক)	৬৩৮ টি

বিভিন্ন দপ্তরের/উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়/সুপারভাইজড প্রোগ্রামঃ

এলজিইডি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	২ টি
মিল্কভিটাঃ দুগ্ধ সমবায় সমিতি	৫ টি
প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্প সমবায় সমিতি	৪ টি
আশ্রয়ন ফেইজ-২ প্রকল্প সমবায় সমিতি	৪ টি
মোট	১৫ টি
সমবায় ব্যাংক	২ টি
প্রাঃ ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক	১ টি

প্রাঃ ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	৪ টি
মোটঃ	৫ টি
কালবভুক্ত	
সঞ্চয় ও ঋণদান ক্রেডিট ইউনিয়ন	১ টি
কৃষি মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রাঃ সি আই জি সমবায় সমিতি	৪৩ টি
উন্নত জাতের গাভী পালন প্রকল্প: নারী উন্নয়ন	২ টি
মোট	৪৬ টি
সর্বমোট (বিভিন্ন দপ্তর/ উন্নয়ন প্রকল্প)	৬৮ টি
সর্বমোট	৭১৫ টি

২.২.১৪ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদেও নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	০	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	০	১	
৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	১	১	০	
৪	হিসাব রক্ষক	১	১	০	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	১	১	০	
৬	অফিস সহায়ক	১	১	০	
৭	গার্ড	১	১	০	
	মোট =	৭	৬	১	

স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

ক্র. নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডিগ্রি/অনার্স	০৯	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	১৩	
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (কারিগরি)	০৪	
৪	মাধ্যমিক	৮৭	
৫	নিম্নমাধ্যমিক	০৯	
৬	কামিল	০১	
৭	ফাজিল	০৩	
৮	আলিম	০৪	

৯	দাখিল	৩০	
	সর্বমোট =	১৬০	

বিদ্যালয় ও মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা:

ক্র. নং	ধরণ	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
১	বিদ্যালয়	১৪৪৮	
২	মাদরাসা	৫৩২	

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্র. নং	পর্যায়	শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১	কলেজ	২৫৩৪০	
২	বিদ্যালয়	৫৩১৫১	
৩	মাদরাসা	১৮৮৯৭	
	সর্বমোট =	৯৭৩৮৮	

উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্রঃ নং	পর্যায়	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১	স্নাতক	২২৮০	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	৫৯৮০	
৩	মাধ্যমিক	২০৫৩৯	
	সর্বমোট =	২৮৭৯৯	

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ (২০২২ শিক্ষাবর্ষ) :

ক্রঃনং	স্তর	বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা	মন্তব্য
১	মাধ্যমিক	৮৭০৬২৪	
২	ইবতেদায়ী	১০২৩৩৮	
৩	দাখিল	১২২৫০৪	
৪	এসএসসি (ভোকেশনাল)	২৭০০০	
	সর্বমোট =	১১২২৪৬৬	

জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার ফলাফল:

সন	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত	পাশের হার
২০২০	জেএসসি	১০৫৫৮	১০৫৫৮	-	১০০%
২০২০	জেডিসি	২০০৭	২০০৭	-	১০০%
২০২১	জেএসসি	১১৩৭৩	১১৩৭৩	-	১০০%
২০২১	জেডিসি	১৪৬৩	১৪৬৩	-	১০০%

এসএসসি/দাখিল/ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল :

সন	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত	পাশের হার
২০২০	এসএসসি	১০৩২২	৮৫৩৯	৯০৭	৮২.৭৫%
২০২০	দাখিল	১০৬১	৮৭৯	৩৫	৮২.৮৫%
২০২০	এসএসসি ভোকেশনাল	৯৪৩	৭৩৪	১৩	৭৭.৮৩%
২০২১	এসএসসি	১০০৬৪	৯৭১৬	১১৫১	৯৬.৫৪%
২০২১	দাখিল	১০৩৭	৯৩৮	৬৬	৯০.৪৫%
২০২১	এসএসসি ভোকেশনাল	১০২৬	৯১০	১৩	৮৮.৬৯%
২০২২	এসএসসি	৮৪৩০	৭৫৩২	১৭৯৫	৮৫.৩৪%
২০২২	দাখিল	৯৬৩	৮২৬	৬২	৮৫.৭৭%
২০২২	এসএসসি ভোকেশনাল	-	-	-	-

এইচএসসি/ আলিম পরীক্ষার ফলাফল :

সন	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত	পাশের হার
২০২০	এইচএসসি	৫৯৩১	৫৫৮৬	৭৬২	৯৪.১৮%
২০২০	আলিম	৩৬৭	৩৬৭	০৭	১০০%
২০২১	এইচএসসি	৫৭৭০	৫৪৫১	৭৬৭	৯৪.৪৭%
২০২১	আলিম	৩১৭	২৭৬	৩	৮৭.০৬%

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি?

কোন দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। যাঁ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এদেশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’ (২০১৬-২০ হতে ২০২০-২৫) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা ‘অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা’ প্রণীত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এদেশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এদেশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, ২০৩০ সালে টেকসই লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং বর্তমানে এটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদঃ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহঃ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০, ৩) অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘটানো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন একটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেকসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসারে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার একটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডি সমূহের চাহিদার অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি

পরিকল্পনা সমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

➢ ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

➢ ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসারে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থবছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতিবছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গ্রহণ করে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

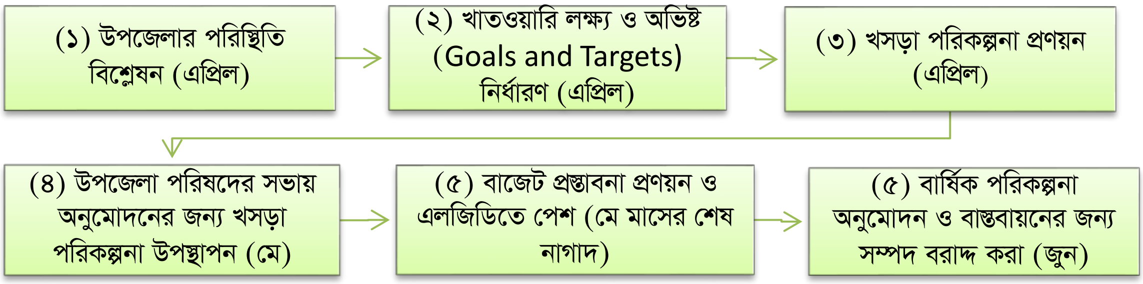

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কে ও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য একটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

<table>
<tr><th>জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প</th><th>স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প</th><th>শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ</th><th>অন্যান্য প্রকল্প</th></tr>
<tr><td>উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ</td><td>উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td><td rowspan="4">শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ
ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি</td><td rowspan="4">সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প
এনজিওসমূহের প্রকল্প
সিএসও'র প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td>জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প</td><td>জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প</td><td>পৌরসভার প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td>ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td></tr>
</table>

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৩,৩৬,১১,১৮৫.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ	-
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	২,৯০,১৭,৪৫৬.৩২
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP) এলজিএসপি (LGSP)	 ৫০,০০,০০০.০০ ১,৬৩,৪৭,৪২২.০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট (targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নে উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় µ মাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনিটরিং প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	১৩৬৯ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	৪৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	১৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ	পুরো উপজেলা	১১৭০ সাব-মার্সিবল গভীর নলকুপ	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টি গভীর টিভওয়েল স্থাপন করা হচ্ছে	১১,৭০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	পাঠ্য পুস্তক সংরক্ষণের জন্য গোডাউনের ব্যবস্থা না থাকা,শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সদর উপজেলার পৌরসভায় সুবিধামত যে কোন জায়গায়। জামালপুর সদর উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	৬০,০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	কিছু কিছু বিদ্যালয়ে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে।	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যবই পৌছানো সহজ সাধ্য হবে ও সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়বে এবং মাল্টিমিডিয়া উপযোগী শ্রেণীকক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব,	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা	সচেতনতা, জ্ঞ্যন ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে

	অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার		মোকাবেলা করছে			নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	হবে
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
প্রাণিসম্পদ	পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব,উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণে সমস্যা	পুরো উপজেলা	অনেক খামারী এ সমস্যা সমূহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের অভাব,বাজেট ব্যবস্থাপনার অভাব	দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনকারী দল (পিজি) গঠিত হয়েছে। খামারী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী প্রদান,কৃষি মুক্তকরণ কার্যক্রম চলমান	১০০০ জন খামারী প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে	বাজেট বরাদ্দ করতে হবে এবং প্রাণিসম্পদ অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

বিআরডিবি	ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম	পুরো উপজেলা	সমিতি/দলের সদস্যগণ	মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জনবলের স্বল্পতা, ঋণী সদস্যদের ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ ইত্যাদি	সদস্যদের ঋণ পরিশোধের জন্য সচেতন করা, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জনবলের ঘাটতি পূরণ করা	প্রায় ১০০০ পরিবার ঋণ সুবিধা পাবে, ঋণ কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পাবে	বিআরডিবি কার্যালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে জামালপুর সদর উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	গভীর নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য	সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত হবে
	গভীর নলকূপ স্থাপন		স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য	স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে
	প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় গভীর নলকূপ স্থাপন		শিক্ষক,ছাত্র/ছাত্রীদের সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য	সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত হবে
	প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মাণ		শিক্ষক,ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য	শিক্ষক,ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপন উন্নত হবে
	প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে হাইজিন বিষয়ক শিক্ষা প্রদান		সু-স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য	সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে
	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ		সু-স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য ও সুপেয়	সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত হবে

			পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ	
	বিভিন্ন হাট-বাজারে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ		স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য	ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে
	স্যানিটেশনের জন্য কমিউনিটি টয়লেট		স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য	স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে
	স্যানিটেশনের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ		স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য	স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। শিক্ষার মান উন্নয়ন ২। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ৩। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে ৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিবারের সাথে যোগাযোগ হবে
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে

			২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	**প্রাক্কলিত বাজেট**	**অর্থের উৎস**
১	২	৩	৪
১	কেন্দুয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০০,০০০.০০	এডিপি
২	গোপালপুর-জামালপুর-সরিষাবাড়ী রোড মিন্টুর বাড়ী রাস্তা হইতে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন এর সেলাই	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩	১নং কেন্দুয়া ইউনিয়নের দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	১৭০,০০০.০০	এডিপি
৪	শরীফপুর মেজর বাড়ী রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৫	ভেলাপিংগলহাটি মেইন রাস্তা হতে শরীফপুর সীমানা পর্যন্ত ইটের সলিং (আট প্রস্থ)	২০০,০০০.০০	এডিপি
৬	গোদাশিমলা পালোয়ানবাড়ী রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ছোনটিয়া পটল বংশাই ব্রীজের ভাঙ্গা এপ্রোজে প্যালাসাইডিং সহ মাটি ভরাট।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
৭	হামিদপুর শ্যামপুর গোরস্থানের রাস্তা নির্মাণের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৮	চরযথার্থপুর ভাটিপাড়া ওয়াজেদেও বাড়ী হইতে জালালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৯	চরযথার্থপুর ভাটিপাড়া জালালের বাড়ী হইতে ময়লালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
১০	৩নং লক্ষীর চর ইউনিয়নের প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্প্রে মেশিন সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
১১	ভারুয়ামারী জাহাঙ্গীর আলম মাদ্রাসার সক ও য়েল ও ট্যাংকি নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
১২	নরুন্দি ফেরীঘাট ভায়া জামালপুর ফেরী ঘাট রাস্তায় যথার্থপুর রাস্তা সংস্কার।	২০০,০০০.০০	এডিপি
১৩	আনন্দ বাজার গজারিয়া রাস্তায় টেবির চর জয়নালের বাড়ী পশ্চিমে ও মোজার বাড়ীর পশ্চিমে ও পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইডিং নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
১৪	আনন্দ বাজার গজারিয়া রাস্তায় টেবির চর জয়নালের বাড়ী পশ্চিমে ৬টি রিং Inspection pit Guide নির্মাণ।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
১৫	ডৌয়াতলা সলিং রাস্তা মঞ্জু ব্যাপারী বাড়ী হইতে গিয়াস চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত ২.৫ মিঃ প্রস্থ ইটের সলিং করন।	২০০,০০০.০০	এডিপি

১৬	শৈলের কান্দা কবিরাজ বাড়ীর হাফেজিয়া মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
১৭	নরুন্দি বাজারের লুৎফর রহমান সাহেবের দোকান হইতে হাজী মার্কেট হইয়া এবং ফুরকানের দোকান হইয়া জামালের ষ্টল পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ। দৈর্ঘ্য =১৪০ ফুট	২০০,০০০.০০	এডিপি
১৮	নরুন্দি বাজারের জামালের ষ্টল হইতে নদীরপাড় পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ।দৈর্ঘ্য=৩৫০	২০০,০০০.০০	এডিপি
১৯	নরুন্দি বাজারের মাছের বাজার হইতে নদীরপাড় পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ।দৈর্ঘ্য=২০০	১৭০,০০০.০০	এডিপি
২০	১নং ওয়ার্ডের জোকা ছাবুর মোড় হতে ঝাউলা রাস্তায় ফজুলের বাড়ীর সামনে ৩ফুট ফোকাম ১৮ফুট লম্বা বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
২১	ঘোড়াধাপ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১ফুট ডায়া রিং পাইপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
২২	কাটার বাড়ী বটগাছ সংলগ্ন হাফিজিয়া মাদ্রাসার পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
২৩	বৈঠামারী কদমতলা রহিমের বাড়ী হইতে দেলোয়ারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।	২,০০,০০০.০০	এডিপি
২৪	ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১' - ০০" ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
২৫	ফরিদপুর গৈনলাবাড়ী জামিরা বিল খালের উপর কাঠের সাকো সংস্কার।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
২৬	রানাগাছা ইউনিয়নের স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্র যুব মহিলাদেও মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
২৭	সন্ন্যাসী খালের রহিম মেম্বারের বাড়ী হইতে গাজী আহম্মেদেও বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
২৮	নান্দিনা পুরাতন পাড়া সন্ন্যাসী খালের আতর আলী মন্ডলের বাড়ী হইতে রহিম মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
২৯	জামালপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩০	রানাগাছা, বানারেরপাড় এডঃ কাশেম উকিলের বাড়ী হতে ইটের সালিং করন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩১	রানাগাছা, নান্দিনা রাস্তার জনতার মোডের উল্টর পার্শ্বে ঘাটের পূর্ব সাইটে ড্রেন নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩২	নরুন্দি ইউনিয়নে তারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠের মিনার নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩৩	দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩৪	রামকৃষ্ঞপুর ঈদগাহ মাঠের মেঝে পাকা করন।	১০০,০০০.০০	এডিপি
৩৫	দড়িপাড়া বাজারে ল্যাট্রিন ও প্রস্বাবখানা নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	এডিপি

৩৬	দড়িপাড়া কেএম দাখিল মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	১২০,০০০.০০	এডিপি
৩৭	শ্রীপুর রেজাউলের মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩৮	আউলাই শাহবাজপুর দাখিল মাদ্রাসার ফ্লোর নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৩৯	সাইনিয়া ঝিকাতলায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৪০	শাহবাজপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের রং ও সলিং নির্মাণ।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
৪১	বাঁশচড়া এসবিজি উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৪২	শাহবাপুর কৈডোলা পটলপাড়া কালভার্ট নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৪৩	১২নং তিতপল্লা ইউনিয়নের ১ হইতে ৫নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী রিং পাইপ সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৪৪	১২নং তিতপল্লা ইউনিয়নের ৬ হইতে ৯নং ওয়ার্ডে স্যানিটারী রিং পাইপ সরবরাহ।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
৪৫	তিতপল্লা খাকুরী পাড়া যদি মাহমুদ মুন্সী এতিমখানা মসজিদ হইতে দক্ষিনাংশে রাস্তা আরসিসি করন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৪৬	৩নং ওয়ার্ডে বেপারী গ্রামে ড্রেন সংস্কার।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৪৭	মেষ্টা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতাল সংস্কার করন।	১৭০,০০০.০০	এডিপি
৪৮	মানিকাবাড়ী গ্রামে হেলালের বাড়ী পাশে রিং কালভার্ট স্থাপন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৪৯	মেষ্টা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন করন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৫০	জোয়ানের পাড়া হাফিজুরের বাড়ী হইতে জোয়ানের পাড়া মৃত নবীর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং রাস্তা পাকা করন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৫১	দিগপাইত রফিকের বাড়ী হইতে মোনতাজের বাড়ী পর্যন্ত ইটের ফ্লাট সলিং করন।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৫২	মাতারপাড়া গইজা বাড়ী রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৭০,০০০.০০	এডিপি
৫৩	ক) রহিমা মোজাফফর আইডিয়াল স্কুলের পূর্বপাশে বাউন্ডারী নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	এডিপি
৫৪	খ)রহিমা মোজাফফর আইডিয়াল স্কুলের পূর্বপাশে বাউন্ডারী নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	এডিপি
৫৫	গ)রহিমা মোজাফফর আইডিয়াল স্কুলের পূর্বপাশে বাউন্ডারী নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	এডিপি

৫৬	মাছু হাজীর বাড়ী হয়ে খুপিবাড়ী রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মাণ	২০০,০০০.০০	এডিপি
৫৭	মোহনপুর হাফেজিয়া করমি মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	এডিপি
৫৮	বন্দের বাড়ী কয়ডার খালের উপর কাঠের সাকোঁ নির্মাণ।	**৬৫,০০০.০০**	এডিপি
৫৯	তুলশীপুর শসাখালী খালের কাঠের সাকোঁ নির্মাণ।	**৬০,০০০.০০**	এডিপি
৬০	পাকুল্ল্যা ভাংগা ঘাট ও তালতলা খালের উপর কাঠের সাকোঁ মেরামত ।	১০০,০০০.০০	এডিপি
৬১	ভাটিপাড়া মজিবরের বাড়ীর পশ্চিমে রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১০০,০০০.০০	এডিপি
৬২	পাকুল্ল্যা পূর্বপাড়া সাত্তারের মিল সংলগ্ন রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১০০,০০০.০০	এডিপি
৬৩	রশিদপুর খাসপাড়া মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১০০,০০০.০০	এডিপি
৬৪	৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে ১ ফুট ডায়া রিং কালভার্ট স্থাপন।	১০০,০০০.০০	এডিপি
৬৫	জামালপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে খেলাধুলার সামগী বিতরণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৬৬	জামালপুর সদর উপজেলার স্কুল পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৬৭	কিশোর মেয়েদের বয়োসন্ধিকালে সচেতনতা সামগ্রী বিতরণ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৬৮	তুলশীর চর বাজার শ্মশান উন্নয়ন কাজ।	২০০,০০০.০০	এডিপি
৬৯	তুলশীরচর ইউপিতে পূর্ব টেবিরচর ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	রাজস্ব
৭০	১) কেন্দুয়া দেওয়ানীপাড়া আতাব মন্ডলের বাড়ী হইতে আরছার প্রফেসরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের ফ্ল্যাট সলিং করন। ২)কুমারপাড়া কেন্দ্রিয় গোরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। ৩)কুটামনি পশ্চিমপাড়া কবরস্থান মেরামত। ৪) কেন্দুয়া দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। ৫) কুমারপাড়া মাদ্রাসাতুস সোফ্ফা উন্নয়ন।	১,৭৩০,০০০.০০	রাজস্ব
৭১	শ্রীরামপুর কাজিবাড়ী মোড় হতে রাংগামাটিয়া মকিমের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং(১০প্রস্থ) খ গোদাশিমলা বন্দেও বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং (৮প্রস্থ) গ) চক বেলতৈল ঈদগাহ মাঠ হইতে খলিশাকুগি মন্ডল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং। (৮ প্রস্থ)	১,৩৩০,০০০.০০	এডিপি
৭২	চরযাথার্থপুর রাংগামাটিয়া বিরাজের বাড়ী হইতে আব্দুর রহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা হেরিংবন্ড করন খ) চরযথার্থপুর রাংগামাটিয়া	১,৩০০,০০০.০০	এডিপি

	আব্দুর রহিমের বাড়ী হইতে জাফর মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা হেরিংবন্ড করন।		
৭৩	গাড়ামারা হাজী বাড়ী হইতে বাকচর রাস্তায় ঈদগাহ মাঠের সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। খ) টেবিরচর নতুন বাজার হইতে পশ্চিম দিকে ২.৫ মিঃ প্রস্থ ইটের সলিং করন।	১,৩৩০,০০০.০০	এডিপি
৭৪	ইটাইল কান্দাপাড়া ছোবহান মিয়ার বাড়ী হতে ইটাইল কান্দাপাড়া কাঁচা রাস্তা হেরিংবন্ড করন। খ) ইটাইল বাজার হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। গ) ইটাইল মহিউসুন্নাহ করমী মাদ্রাসা মেরামত।	১,৮০০,০০০.০০	এডিপি
৭৫	ক) কোচনধরা টিপাবাড়ী মফিজুলের বাড়ীর সামনে পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং ও রাস্তা মেরামত । খ) নয়াপাড়া তারা মিয়ার বাড়ী হইতে আক্তার খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং। গ) ব্রমোত্তর আকন্দ বাড়ীর মোড় হইতে নলকুড়ি জান্নাতুল বাকী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।	১,৩০০,০০০.০০	এডিপি
৭৬	ক)৬নং ওয়ার্ডে ঘোড়াধাপ জয়নুদ্দিনের ধানের খলা হতে ঘোড়াধাপ হালিম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি করন।খ) ১নং ওয়ার্ডে জোকা নিশিন্দাপাড়া গিয়াসের ঘর হতে সবুজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।গ) বন্ধ চিথলিয়া জামে মসজিদ মেরামত। ঘ) হরিণাকান্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ।	১,৮৮০,০০০.০০	এডিপি
৭৭	ক) মোহনপুর ফজলু দোকানদারের বাড়ী হইতে নুরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন। খৃ) ফরিদপুর হাজী হায়দার খানের বাড়ী হইতে মতিউর রহমানের বাড়ী রাস্তা ইটের সলিং করন। গ) বৈঠামারী মতির বাড়ী হইতে আঃ কাদেরের বাড়ীর পূর্ব পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।ঘ) পূর্ব বাঁশচড়া মফিজের বাড়ী হইতে কালুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।ঙ) ঝাউলা কুতুববাড়ীর নালিখালী গোরস্থানের রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। চ) বটতলা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। ছ) বৈঠামারী জামে মসজিদ উন্নয়ন। ঝ) পূর্ব বাঁশচড়া কওমি মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১,৫২০,০০০.০০	এডিপি
৭৮	ক) রানাগাছা চারআনী পাড়া আমানুর দোকান হতে রাজা মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং করন। খ) নান্দিনা পুরাতন পাড়া আতর মন্ডলের বাড়ী হইতে গাজী আহম্মদেও বাড়ী পর্যন্তত আরসিসি ঢালাই করন।	১,৩০০,০০০.০০	রাজস্ব
৭৯	ক) বিষ্ণুপুর নগনাকুড়ি বাইদেও ব্রীজ হইতে ছাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং করন। খ) হায়েতপুর বাবুলের বাড়ী হইতে হানির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।গ) ফতেপুর চরপাড়া দক্ষিনের সড়ক হইতে মুঞ্জু মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।ঘ) মাটি খোলা মোস্তার বাড়ী হইতে চান মিয়ার বাড়ীর পুকুর পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন। ঙ) ছুটিয়াপাড়া বাজারের সামনে রাস্তা ইটের সলিং করন। চ) দড়িপাড়া রামকৃষ্ণপুর উচ্চ	১,৫৩০,০০০.০০	এডিপি

	বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। ছ) দড়িপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মঞ্চ নির্মাণ।		
৮০	ক) শাহবাজপুর দড়িপাড়া পাকা রাস্তা থেকে আবু বকর সিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করন।খ)পক্ষীমারী দক্ষিণপাড়া মনোহরের বাড়ী হতে বিপ্লবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। গ) আটাবাড়ী শহীদুলের দোকানের সামনে দুঃখু মন্ডলের বাড়ী রাস্তা সিসি ঢালাই করন ঘ) শাহবাজপরি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চালসহ ১টি রুম নির্মাণ করন।	১,৫৩০,০০০.০০	এডিপি
৮১	ক)মরহুম ইদ্রিস চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে শিমুলতলী পর্যন্ত র্যাস্তা আরসিসি করন।খ) কামালখান মাদ্রাসার অজুখানা নির্মান।	১,৫৩০,০০০.০০	এডিপি
৮২	হাজিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার । খ) ১৩নং মেষ্টা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে টিউওয়েল স্থাপন ।গ) হাজীপুর বাজার মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১,৫০০,০০০.০০	এডিপি
৮৩	ক) রঘুনাথপুর দিঘুলী সামাজিক গোরস্থানের বাউন্ডারী নির্মাণ। খ)গান্দাইল দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।গ) দিগপাইত সানসাইন উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।ঘ) দিগপাইত উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। ঙ) ছোনটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।চ) গোপীনাথপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইটের ফ্লাট সলিং করন।ছ) রঘুনাথপুর দিঘুলী ফকিরপাড়া পুরাতন জামে মসজিদদের অজুখানা নির্মাণ। জ) চিনাইল বায়তুল আমান জামে মসজিদ মেরামত।	১,৫৭০,০০০.০০	এডিপি
৮৪	ক) রশিদপুর রামদেব বাড়ী খোকার মোড় হতে পূর্ব দিকে আঃ মালেকের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং করন।খ) তুলশীপুর বাজারে কালি মন্দির সংস্কার গ) রশিদপুর ইউনিয়ন পরিষদেও এসএস পাইপ দিয়ে বারান্দা ও বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত । ঘ) রাম নগর আদর্শ গ্রামের পাশে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।ঙ) রশিদপুর বন্দেরপাড়া আলী নগর হায়দারের বাড়ীর পাশে এবং আব্বাসের আড়ীর পাশে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।চ) রামদেব বাড়ী ধারিয়া বিল সংলগ্ন রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ।ছ) রশিদপুর শেখপাড়া ব্যাপারীপাড়ায় পাশে সাইফুলের বাড়ীর বাড়ীর পাশে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১,৪৩০,০০০.০০	এডিপি
৮৫	উপজেলা জরিপ ও উন্নয়ন মূলক কার্য তদারকী এবং উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক চলতি আনুষাংঙ্গিক ব্যয় (১.৫%)	৬০১,৭৩৮.০০	এডিপি
৮৬	ক) ইটাইল ইউনিয়নে তালুকদারপাড়া ঈদগাহ মাঠের রাস্তা মেরামত। খ)শাহবাজপুর ইউনিয়নের গনেশপুর উচ্চ বিদ্যালয়েল রাস্তা সলিং করন। গ) ঘোড়াধাপ ইউনিয়নে সামাদের মিল হইতে করেরে স্থান পর্যন্ত রাস্তার প্রটেশশন ওয়াল করন।ঘ) পিয়ারপুর আরএইচডি-শ্রীচঁন্দ বাড়ী নড়ী সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করন।	১,০০০,০০০.০০	এডিপি

৮৭	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ।	৪০০,০০০.০০	এডিপি
৮৮	১) ডৌয়াতলা হাই স্কুল ২) নরুন্দি হাইস্কুল ৩) গোপালপুর হাইস্কূল ৪) শ্রীরামপুর হাইস্কুল ৫) কোটামনি হাইস্কুল এবং ৬) পাথালিয়া হাবিরুর রহমান মেমোরিয়াল স্কুলে উঁচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ।	৫০০,০০০.০০	এডিপি
৮৯	১) নান্দিনা নেক জাহান গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ ২) রহিমা মোজাফফর স্কুল এন্ড কলেজ ৩) ভারুয়ামারী জেকে হাইস্কুল ৪) শাহবাজপুর হাইস্কূল এবং ৫) হাজীপুর হইস্কুল উঁচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ ।	৫০০,০০০.০০	এডিপি
৯০	নেক জাহান বালিকা বিদ্যালয়ের সেমি পাকা ঘর ও ঘাটলার রাস্তা নির্মাণ।	১,০০০,০০০.০০	এডিপি
৯১	ক) বভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুজিব কর্নারের পুস্তক সরবরাহ।	৫০০,০০০.০০	এডিপি
৯২	ক)বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম সরবরাহ । খ) নান্দিনা ঈদগাহ মাঠে মিনার নির্মাণ।	৫০০,০০০.০০	এডিপি
৯৩	ক) ছোনিয়াটেকি মসজিদের মোড় থেকে ফজলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। খ) রশিদপুর ছোনিয়াটেকি মসজিদের মোড় থেকে মিনারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। গ) দুঃস্থ মহিলাদেও মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ ও বিতরণ।	৬০০,০০০.০০	এডিপি
৯৪	ক) বিভিন্ন ইউনিয়নে অসহায় শিক্ষার্থীদেও মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ। খ) জামালপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ড্রেস বিতরণ।	৪০০,০০০.০০	এডিপি
৯৫	ক) চাঁদপুর কয়রার পাড় ব্রীজ থেকে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। খ) দিগপাইত ইউপিতে শংকরপুর জিপিএস সংলগ্ন তারার ভিটার ৬০.০০ মিঃ ব্রীজের এ্যাপ্রোচ মেরামত।	৫০০,০০০.০০	এডিপি
৯৬	ক) রানাগাছা ইউপিতে খড়খড়িয়া পুরাতন ঈদগাহ মাঠের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। খ) রানাগাছা ইউপিতে খড়খড়িয়া নান্দিনা বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৪২৯,০০০.০০	এডিপি
	ইউজিডিপি (৬ষ্ঠ পর্যায়)		
১	রানাগাছা ইউনিয়নের নান্দিনা খড়খরিয়া গ্রামের পানি নিস্কাশনের জন্য RCC ড্রেন নির্মাণ	২০,০৬,৪৩১.০০	ইউজিডিপি
২	দিগপাইত ইউনিয়নের ছোনটিয়া বাজারের ফিস সেড নির্মাণ	১০,০৭,৯৫৭.০০	ইউজিডিপি
৩	ঘোড়াধাপ ইউনিয়নের গোপালপুর বাজারের ফিস সেড নির্মাণ	১০,০৭,৯৫৭.০০	ইউজিডিপি
৪	জামালপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন	১০,০০,০০০.০০	ইউজিডিপি

সপ্তম অধ্যায়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

বাজেট সার-সংক্ষেপ

অর্থবছর ২০২৩-২০২৪

বাজেটের সার-সংক্ষেপঃ

বিবরণ		বিগত বছরের (প্রকৃত)	চলতি বছরের বাজেট	পরবর্তি বছরের বাজেট
অংশ ১	**রাজস্ব হিসাব**			
	রাজস্ব	৫,৬১,৩৬,১৮৫	৬,০৯,১৯,২৫৪	৬,৬৭,০০,০০০
	মঞ্জুরি	-	-	
	মোট আয়	৫,৬১,৩৬,১৮৫	৬,০৯,১৯,২৫৪	৬,৬৭,০০,০০০
	রাজস্ব হিসাব থেকে ব্যয়	১,৯৫,০৬,১৯২	১,৩১,৯১,৯৭৭	১,৮৯,৫৩,০০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)	৩,৬৬,২৯,৯৯৩	৪,৭৭,২৭,২৭৭	৪,৭৭,৪৭,০০০
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব**			
	উন্নয়ন মঞ্জুরি/অনুদান	৪,৩৫,৪২,১৮৫	৪,৫৩,৮৮,৯৯৪	৬,০৭,২৭,২৭৭
	অন্যান্য মঞ্জুরি/অনুদান			
	মোট (খ)	৪,৩৫,৪২,১৮৫	৪,৫৩,৮৮,৯৯৪	৬,০৭,২৭,২৭৭
	মোট সম্পদ (ক + খ)	**৮,০১,৭২,১৭৮**	**৯,৩১,১৬,২৭১**	**১০,৮৪,৭৪,২৭৭**
	উন্নয়ন হিসাব থেকে ব্যয়	৪,৩৫,৪২,১৮৫	৪,৫৩,৮৮,৯৯৪	৬,০৭,২৭,২৭৭
	মোট বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	৩,৬৬,২৯,৯৯৩	৪,৭৭,২৭,২৭৭	৪,৭৭,৪৭,০০০
	বিগত বছরের জের (১ জুলাই)	-	-	-
	সমাপনী জের	৩,৬৬,২৯,৯৯৩	৪,৭৭,২৭,২৭৭	৪,৭৭,৪৭,০০০

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করেঃ

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের জন্যে ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনার ও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

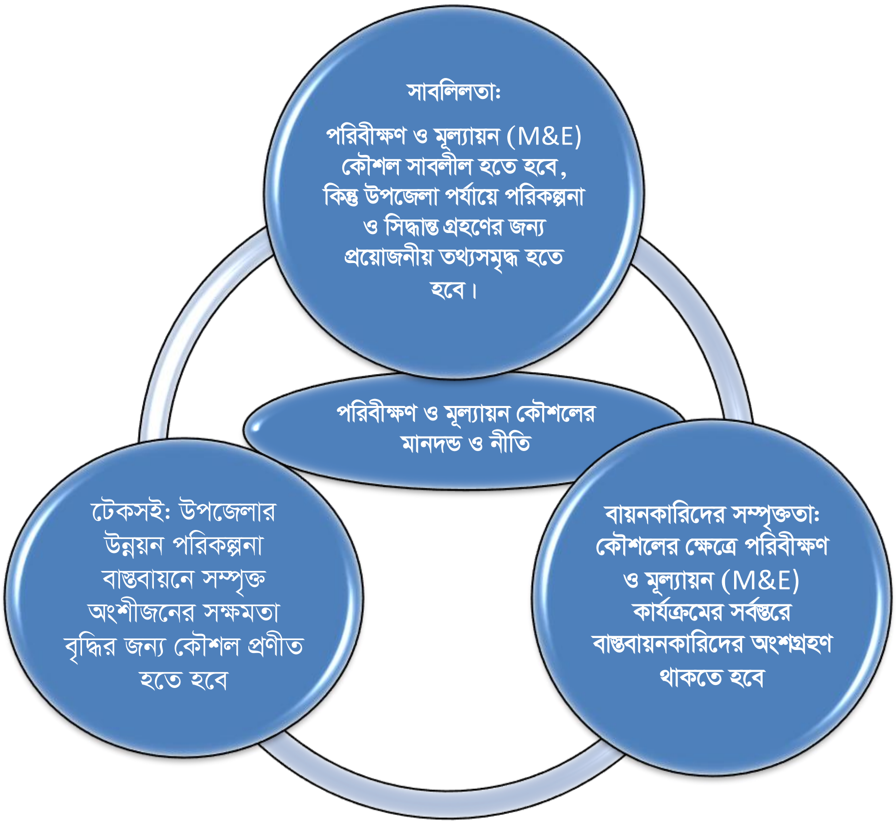

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

নবম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন ব্যবহার নির্দেশিকাঃ